Visit http://www.asram.org

যাকোবের পত্র

১ ঈশ্বরের ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দাস আমি, যাকোব, বিদেশে ছড়িয়ে পড়া বারোটি গোষ্ঠীর কাছে প্রীতি-শুভেচ্ছা
জানাচ্ছি।

সমস্ত পরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধিলাভের সুযোগ

২ হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর,
৩ একথা জেনে যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা হল নিষ্ঠতার উৎস। ৪ তবে নিষ্ঠতা নিজের কাজে সিদ্ধি লাভ করুক,
যেন তোমরা এমন সিদ্ধ ও পূর্ণ-পরিণত মানুষ হয়ে উঠতে পার, যাদের কোন কিছুর অভাব থাকে না।

বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা

৫ তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করুক, যিনি সকলকে
উদারভাবে ও তিরস্কার না করেই দান করেন; আর তাকে তা দেওয়া হবে। ৬ কিন্তু যাচ্নাটা বিশ্বাসেরই সঙ্গে করা
চাই, সন্দেহের লেশমাত্রও যেন না থাকে; কেননা যে সন্দেহ করে, সে সমুদ্রের সেই ঢেউয়ের মত যা বাতাসে তাড়িত
ও আলোড়িত। ৭ তেমন মানুষ যেন প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা না করে; ৮ সে তো দোমনা, তার সমস্ত
আচরণে সে অস্থির।

ধনীর শেষ পরিণাম

৯ যে ভাই নিম্নাবস্থার মানুষ, তাকে যে উন্নীত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; ১০ আর যে ধনী, তাকে যে
অবনত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; কেননা সে ঘাসফুলেরই মত মিলিয়ে যাবে। ১১ তেজময় হয়ে সূর্য
ওঠে ও ঘাস শুষ্ক হয়, তাতে তার ফুল ঝরে পড়ে আর তার রূপের সৌন্দর্য বিলীন হয়; তেমনি ধনীও তার সমস্ত
কাজকর্মে ম্লান হয়ে পড়বে।

পরীক্ষা ও প্রলোভন

১২ সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই
জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে। ১৩ পরীক্ষার সময়ে কেউ যেন না বলে, 'ঈশ্বর
আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন'; কেননা যা মন্দ, তেমন প্রলোভনের দিকে ঈশ্বরের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না,
আর তিনি কাউকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন না; ১৪ বরং প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কামনা-বাসনায় আকর্ষিত ও
প্রবঞ্চিত হওয়ার ফলেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; ১৫ এরপর কামনা-বাসনা গর্ভস্থ হয়ে পাপ প্রসব করে, এবং পাপ,
একবার সাধিত হলে, মৃত্যুকে জন্মায়।
১৬ হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। ১৭ উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে
আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে, যাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিবর্তনের ছায়াও নেই।
১৮ নিজের ইচ্ছায় তিনি বাণী দ্বারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত সৃষ্টবস্তুর এক প্রকার প্রথমফসল
হতে পারি।

ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত শ্রোতা

১৯ হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা তো একথা জান: শুনতে সবাই তৎপর থাকুক, কথা বলতে কিন্তু সবাই যেন
ধীর হয়, ক্রোধে ধীর হয়, ২০ কেননা মানুষের ক্রোধের ফলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হতে পারে না।
২১ তাই তোমাদের মধ্যে যা কিছু অশুচিতা ও শঠতা এখনও থাকতে পারে, তা বর্জন করে তোমাদের অন্তরে সেই
রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম। ২২ তোমরা বাণীর সাধক হও,
নিজেদের প্রবঞ্চনা করে শ্রোতামাত্র হয়ো না। ২৩ কেননা যে কেউ বাণীর শ্রোতামাত্র, ও তার সাধক নয়, সে এমন
একজনের মত, যে আয়নায় নিজের মুখ লক্ষ করে: ২৪ নিজেকে লক্ষ করামাত্র সে চলে যায় আর সে কীরূপ লোক,
তা তখনই ভুলে যায়। ২৫ কিন্তু যে কেউ মুক্তির সেই সিদ্ধ বিধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেইখানে অবিচল
থাকে—ভুলে যাওয়ার শ্রোতা না হয়ে বরং তার সাধক হয়ে,—সে যা কিছু করে তাতে সুখী হবে।
২৬ কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, অথচ নিজের জিহ্বা লাগাম দিয়ে সামলাতে না পারে, তাহলে সে
নিজের হৃদয়কে ভোলায়, তার ধর্মাচরণ অসার। ২৭ আমাদের পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ:
এতিম ও বিধবাদের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা
করা।

ধনীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বিধান-লঙ্ঘন

২ হে আমার ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের, সেই গৌরবের প্রভুরই বিশ্বাসে পক্ষপাতিত্ব স্থান পেতে দিয়ো না।

২ ধর, একজন লোক হাতে সোনার আঙটি ও গায়ে শুভ্র পোশাক প'রে তোমাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করে, আবার
জীর্ণ পোশাক পরা একটি গরিবও প্রবেশ করে। ৩ তোমরা যদি শুভ্র পোশাক পরা লোকটির মুখ চেয়ে তাকে বল,
'আপনি এখানে উত্তম জায়গায় আসন নিন', কিন্তু গরিব লোকটিকে যদি বল, 'তুমি ওখানে দাঁড়াও' কিংবা 'আমার
পাদপীঠের গায়ে বস', ৪ তাহলে নিজেদের মধ্যে তেমন বাছবিচার করায় তোমরা কি অন্যায়-বিচারের বিচারক নও?
৫ হে আমার প্রিয় ভাই, শোন, জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর কি তাদের বেছে নেননি, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয়
ও সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে? ৬ অথচ
তোমরা সেই গরিবকে অসম্মান করেছ! আসলে কে তোমাদের অত্যাচার করে, সেই ধনীরা নয় কি? তারাই কি
তোমাদের জোর প্রয়োগে আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? ৭ যে শুভ নাম তোমাদের উপরে আহ্বান করা হয়েছিল,
তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? ৮ নিশ্চয়, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে,* শাস্ত্রের এই
রাজকীয় বিধান যদি পালন কর, তবে ভালই করছ। ৯ কিন্তু যদি পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তাহলে পাপ করছ, এবং বিধান
তোমাদের অপরাধী বলে প্রতিপন্ন করছে। ১০ কারণ যে কেউ সমস্ত বিধান পালন করে, কিন্তু কেবল একটা বিষয়েও
হোঁচট খায়, সে সমস্তই বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী হয়। ১১ কেননা যিনি বলেছেন, *তুমি ব্যভিচার করবে না,* তিনি
এও বলেছেন, *তুমি নরহত্যা করবে না।*
ব্যভিচার না করেও তুমি কিন্তু যদি নরহত্যা কর, তাহলে বিধান-লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। ১২ স্বাধীনতার
বিধান দ্বারা যখন তোমাদের বিচার হওয়ার কথা, তোমরা তখন সেইমত কথা বল ও কাজ কর। ১৩ কারণ যে দয়া
করবে না, তার বিচার নির্দয় হবে; দয়া বিচারের উপর বিজয়ীর চোখেই তাকাবে।

বিশ্বাস ও সৎকর্ম

১৪ হে আমার ভাই, কেউ যদি বলে, তার বিশ্বাস আছে, অথচ তার যদি কর্ম না থাকে, তাহলে তাতে কী লাভ?
তেমন বিশ্বাস কি তাকে ত্রাণ করতে পারবে? ১৫ কোন ভাই বা বোন যদি বস্ত্রহীন, ও দৈনিক খাদ্যের মতও তার কিছু
না থাকে, ১৬ আর তোমাদের একজন তাদের বলে, 'সুখে থাক, গা গরম কর, তৃপ্তির সঙ্গে খাও', কিন্তু তোমরা
তাদের সেই শারীরিক প্রয়োজন না মেটাও, তাহলে তাতে কী লাভ? ১৭ তেমনি বিশ্বাসও: তার যদি কর্ম না থাকে, তা
একেবারে মৃত। ১৮ অপরদিকে একজন বলতে পারবে: তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম আছে; আমাকে
দেখাও কর্মহীন তোমার সেই বিশ্বাস, আর আমি আমার কর্মের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস দেখাব। ১৯ ঈশ্বর
এক, একথা তুমি তো বিশ্বাস কর, তাই না? ভালই কর, অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে!
২০ কিন্তু, হে নির্বোধ, বিশ্বাস কর্মহীন হলে যে মূল্যহীন, তুমি কি একথা জানতে চাও? ২১ আমাদের পিতা আব্রাহাম
যখন যজ্ঞবেদির উপরে নিজের সন্তান ইসায়াককে উৎসর্গ করলেন, তখন কি এই কর্মের জন্যই তাঁকে ধর্মময় বলে
সাব্যস্ত করা হয়নি? ২২ তবে তুমি দেখতে পাচ্ছ, বিশ্বাস তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল, এবং সেই কর্মের মধ্য
দিয়েই সেই বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করল, ২৩ আর এইভাবে শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করল: *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস
রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল,* এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল। ২৪ তোমরা তো
দেখতে পাচ্ছ, মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়, কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। ২৫ একই প্রকারে
সেই বেশ্যা রাহাবকেও কি কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? সে তো সেই দূতদের প্রতি আতিথেয়তা
দেখিয়েছিল, এবং অন্য পথ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। ২৬ বাস্তবিক যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন
বিশ্বাসও মৃত।

বাকসংযম উত্তম সাধনা

৩ হে আমার ভাই, এমনটি যেন না হয় যে তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে চাও; কেননা তোমরা জান যে, অন্যদের
চেয়ে আমরা কঠোরতর বিচারের বিচারাধীন হব; ২ কারণ আমরা সকলে নানাভাবে হোঁচট খাই। কেউ যদি
কথাবার্তায় হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম। ৩ ঘোড়া যেন বাধ্য
হয় আমরা যখন তাদের মুখে লাগাম দিই, তখন গোটা ঘোড়াটাকে চালাতে পারি। ৪ দেখ, জাহাজও অধিক প্রকাণ্ড
হলেও ও প্রচণ্ড বাতাসে চালিত হলেও তবু ছোট্টই একটা হাল দিয়ে চালকের ইচ্ছামত এদিক ওদিক চালানো যেতে
পারে। ৫ তেমনি জিহ্বাও ক্ষুদ্র একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু মহা মহা বিষয়ে বড়াই করতে পারে। দেখ, সামান্য আগুন
কেমন বিরাট বনকে জ্বালিয়ে দেয়! ৬ জিহ্বাও আগুন; জিহ্বা অধর্মেরই আপন জগৎ! তা আমাদের অঙ্গগুলির মধ্যে
নিজের স্থানে বসে থেকে গোটা দেহকে কলুষিত করে, এবং নরকের আগুনেই নিজে জ্বলে ওঠে ব'লে জীবন-চক্রকে
জ্বালিয়ে দেয়। ৭ হ্যাঁ, পশু ও পাখি, সরিসৃপ ও সমুদ্রের মধ্যে চরে যত প্রাণী—সবরকম জন্তুকে মানুষ দমন করে ও
দমন করেছে, ৮ কিন্তু জিহ্বাকে দমন করা কোন মানুষের সাধ্য নেই: জিহ্বা অস্থির একটা অমঙ্গলকর বস্তু, মারাত্মক
বিষে পরিপূর্ণ। ৯ তা দিয়েই আমরা প্রভু সেই পিতাকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাই, আবার তা দিয়েই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গড়া
মানুষকে অভিশাপ দিই। ১০ একই মুখ থেকেই ধন্যবাদ-স্তুতি ও অভিশাপ বেরোয়। হে আমার ভাই, এমনটি হতে
পারে না! ১১ কোন জলভাণ্ডারের একই মুখ থেকে কি মিষ্ট ও তিক্ত জল একসাথে নির্গত হয়? ১২ হে আমার ভাই,
ডুমুরগাছ কি জলপাই ফলাতে পারে? কিংবা আঙুরলতায় কি ডুমুরফল ধরতে পারে? নোনা উৎসও মিষ্ট জল দিতে
পারে না।

প্রকৃত প্রজ্ঞা ও তার বিপরীত

১৩ তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ কে আছে? সে নিজের সদাচরণের মধ্য দিয়ে এমন কর্ম দেখিয়ে দিক, যা
প্রজ্ঞাবান-সুলভ কোমলতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত।
১৪ কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা ও রেষারেষি থাকে, তবে দম্ভ করো না ও সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো
না। ১৫ তেমন প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসা সেই প্রজ্ঞা নয়, বরং এ পার্থিব, জৈব, শয়তানিক প্রজ্ঞা। ১৬ কেননা
যেখানে ঈর্ষা ও রেষারেষি, সেখানে অমিল ও সবরকম দুষ্কর্ম থাকে। ১৭ কিন্তু যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত
তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ, পক্ষপাত ও কপটতা থেকে মুক্ত।
১৮ শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

জগতের বন্ধু ঈশ্বরের শত্রু

৪ তোমাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ-সংগ্রাম কোথা থেকে আসে? তোমাদের অঙ্গগুলিতে যে সমস্ত কামনা-বাসনা
সংগ্রামরত, তা থেকে নয় কি? ২ তোমরা লোভ করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় হত্যাই কর; তোমরা ঈর্ষা
করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় সংগ্রাম ও যুদ্ধ কর! তোমরা কিছুই পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, তোমরা তো
যাচ্না‌ই কর না। ৩ যাচ্না করছ, কিন্তু কোন ফল পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, অসৎ মনোভাবে যাচ্না করছ; অর্থাৎ
নিজ সুখ-অভিলাষকেই আপ্যায়িত করতে চাচ্ছ। ৪ হায়, অবিশ্বস্তা স্ত্রীলোক সকল! তোমরা কি জান না যে, জগতের
সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা? তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায়, সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে।
৫ নাকি, তোমরা মনে কর যে, শাস্ত্র বৃথাই বলে, ‘তিনি যে আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করিয়েছেন, তাকে উত্তপ্ত
ভালবাসায় ভালবাসেন?’ ৬ এমনকি, তিনি মহত্তর অনুগ্রহও দান করেন; এজন্য শাস্ত্র বলে: *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের
প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।*
৭ তাই তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও; দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে।
৮ তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা
সকল, হৃদয় নির্মল কর। ৯ তোমাদের হীনাবস্থা স্বীকার কর, শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল; তোমাদের হাসি
শোকে, ও তোমাদের আনন্দ বিষণ্ণতায় পরিণত হোক। ১০ প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের
উন্নীত করবেন।
১১ ভাই, পরস্পরের নিন্দা করো না। ভাইয়ের যে নিন্দা করে, কিংবা ভাইয়ের যে বিচার করে, সে বিধানেরই নিন্দা
করে, বিধানেরই বিচার করে। আর তুমি যদি বিধানের বিচার কর, তাহলে তুমি বিধানের সাধক আর নও, তার
বিচারক হয়েছ। ১২ বিধানকর্তা ও বিচারক একজনই মাত্র আছেন, পরিত্রাণ করা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে।
কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?

ব্যবসায়ী ও ধনীর প্রতি বাণী

১৩ এখন তোমাদেরই পালা, যারা বলে থাক, ‘আজ বা কাল আমরা অমুক শহরে যাব, সেখানে এক বছর কাটাব,
ব্যবসা করব, টাকা-পয়সা করব।’ ১৪ অথচ আগামীকাল কী ঘটবে, তা জানই না! তোমাদের জীবন আবার কী?
তোমরা তো বাষ্পের মত, যা ক্ষণিকের মত দেখা দেয়, তারপর মিলিয়ে যায়। ১৫ তোমাদের বরং একথা বলা উচিত:
‘প্রভুর ইচ্ছা হলে আমরা বেঁচে থাকব আর এটা সেটা করব।’ ১৬ এখন কিন্তু তোমরা নিজেদের দম্ভে বড়াই করছ:
তেমন বড়াই করা আদৌ ভাল নয়। ১৭ তাই যে কেউ সৎকর্ম সাধন করতে জানে, কিন্তু তা করে না, সে পাপ করে।
৫ এখন তোমাদেরই পালা, যারা ধনী মানুষ: তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসছে, তার জন্য চোখের জল
ফেল, হাহাকার কর। ২ তোমাদের যত ধন পচে গেছে, তোমাদের যত পোশাককে পোকায় কেটে ফেলেছে; তোমাদের
যত সোনা-রুপোতে মরচে ধরেছে; ৩ আর সেই মরচে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এবং আগুনের মত তোমাদের
সর্বাঙ্গ গ্রাস করবে। তোমরা তো চরম দিনগুলির জন্যই রাশি রাশি ধন জমিয়ে রেখেছ! ৪ দেখ, যে কর্মীরা তোমাদের
জমির ফসল কেটেছে, তোমরা যে মজুরি থেকে তাদের বঞ্চিত করেছ, সেই মজুরি চিৎকার করছে, এবং সেই
ফসলকাটিয়েদের আর্তনাদ সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে এসে পৌঁছেছে। ৫ পৃথিবীতে তোমরা যত ভোগ-বিলাসিতায়
জীবন কাটিয়েছ; মহাসংহারের দিনে তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেয়েছ। ৬ তোমরা ধার্মিককে দণ্ডিত করেছ, বধ
করেছ, আর সে তোমাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম!

প্রভুর আগমন

৭ সুতরাং, ভাই, প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় থাকে, এই
ব্যাপারে সে অধৈর্য হয় না, যে পর্যন্ত আশুপক্ক ও শেষপক্ক সবই ফল সংগ্রহ না করে। ৮ তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল
হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট; ৯ ভাই, তোমরা একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
তুলো না, যেন তোমাদের নিজেদের বিচারাধীন না হতে হয়: দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ১০ ভাই,
কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন।

১১ দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি। তোমরা যোবের নিষ্ঠতার কথা শুনেছ, এবং প্রভুর
শেষ লক্ষ্যও জানতে পেরেছ, অর্থাৎ প্রভু *স্নেহময় দয়াবান।*

১২ সর্বোপরি, ভাই, তোমরা দিব্যি দিয়ো না, স্বর্গ বা পৃথিবী বা অন্য কিছুরই দিব্যি দিয়ো না। কিন্তু তোমরা ‘হ্যাঁ’
বললে তা হ্যাঁ হোক; ‘না’ বললে, তা না হোক, পাছে বিচারে তোমাদের পতন হয়।

১৩ তোমাদের মধ্যে যে দুঃখভোগ করছে, সে প্রার্থনা করুক। যে প্রফুল্ল মনে আছে, সে সামগান করুক।
১৪ তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মণ্ডলীর প্রবীণদের ডাকুক; এবং তাঁরা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেবার পর
প্রভুর নামে প্রার্থনা করুন। ১৫ বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে: প্রভু তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে
যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে। ১৬ তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর এবং
পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও। ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত। ১৭ এলিয় আমাদের মত
দুর্বল রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন; তিনি মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বছর ছ’মাস ধরে
পৃথিবীতে বৃষ্টি হল না। ১৮ পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন; আর আকাশ জল মঞ্জুর করল ও মাটি তার আপন
ফসল দান করল।

১৯ হে আমার ভাই, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় আর তাকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনে, ২০ তাহলে
জেনে রাখ, যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে
ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।